

মোদিজি কোনওদিন সংবিধান পড়েননি, আক্রমণ রাহুলের

পুনে, ১৪ নভেম্বরঃ মহারাষ্ট্র ভোট চলাকালীন সংবিধান ইস্যুতে নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করলেন রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করেন তিনি। এবং বিজেপির বিরুদ্ধে সংবিধান ও দেশের জাতীয় প্রতীককে অসম্মান করার অভিযোগ আনেন। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদি মন্তব্য করেন যে, রাহুল গান্ধি যে লাল বই অর্থাৎ সংবিধান তুলে ধরছেন, তা ফাঁকা পাতা ছাড়া কিছু নয়। এর জবাবে রাহুল গান্ধি বলেন, “প্রধানমন্ত্রী মনে করেন বইটি ফাঁকা, কারণ তিনি কখনও সেটি পড়েননি।” প্রধানমন্ত্রী বলেন, “কংগ্রেস যে লাল বই তুলে ধরছে, তা ফাঁকা। সেখানে কিছু নেই।” মোদির মন্তব্যের পরই রাহুল পাল্টা বক্তব্য বলেন, “প্রধানমন্ত্রী এই বইটিকে ফাঁকা ভাবেন, কারণ তিনি সেটি পড়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। সংবিধানকে সম্মান না করার মনোভাব বিজেপির রাজনীতিতে বারবার প্রফিল্টার হয়েছে।” রাহুল গান্ধির দাবি, বিজেপি বারবার সংবিধানের বিরোধিতা করছে এবং দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, “বিজেপি সংবিধানকে গুরুত্ব দেয় না, তারা বারবার এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা আমাদের সংবিধান এবং গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করছে। সংবিধান কেবল একটি বই নয় এটি আমাদের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতীক।” রাহুল আরও অভিযোগ করেন, “বিজেপি জাতীয় প্রতীক এবং আদর্শকে অবমাননা করছে। বিজেপি দেশের বিভিন্ন জাতীয় প্রতীককে সম্মান দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা ইতিহাস বিকৃত করে নিজেদের সুবিধার্থে জাতীয় প্রতীক ও মহান ব্যক্তিত্বদের ব্যবহার করছে।” এই ঘটনার পর কংগ্রেস নেতৃত্বে বিজেপির বিরুদ্ধে তাদের প্রচার আরও জোরদার করেছে। কংগ্রেস নেতারা বলছেন, বিজেপি দেশের ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং সংবিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের দাবি, মোদির নেতৃত্বে বিজেপি একটি একনায়কতান্ত্রিক মনোভাব গ্রহণ করেছে, যা দেশের গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকারক। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাহুল গান্ধির মন্তব্যের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলা হয়, সংবিধান দেশের জন্য একটি পবিত্র দলিল এবং এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন সকল নাগরিকের দায়িত্ব। বিজেপির মন্তব্যগুলি সংবিধানের মূল আদর্শের সঙ্গে বিরোধী বলে দাবি করেছে কংগ্রেস।

অভিষেক নরওয়ে যাচ্ছেন না, অসলো সফর বাতিলে কৌতূহল বাড়ল দ্রুত রদবদল নিয়ে



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ নভেম্বরঃ কদিন আগে নয়াদিল্লিতে নরওয়ের দূতাবাস থেকে জানানো হয়েছিল, নভেম্বরে অসলো (নরওয়ের রাজধানী) সফরে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তৃণমূল সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। লিঙ্গ সাম্য ও মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য নরওয়ে সরকার সেখানে যে নীতি বাস্তবায়িত করেছে, সে ব্যাপারে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তৃণমূল সাংসদকে। ১৭ থেকে ২২ নভেম্বর পাঁচ দিনের সফরে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল অভিষেককে। বাংলায় তৃণমূল সরকারের মেয়াদে মহিলাদের আর্থসামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো প্রকল্পের রূপায়ণ করেছে। হতে পারে সে সব কার্যেই বাংলার শাসক দলের প্রতিনিধিকে ডাকা হয়েছিল অসলো কনভেনশনে। অভিষেক জানিয়েছেন, তিনি আপাতত নরওয়ে সফরে যাচ্ছেন না। এ ব্যাপারে নরওয়ে দূতাবাসকে তাঁর অপারগতার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। ঘটনা হল, নরওয়ে সফর বাতিল করার ব্যাপারে অভিষেকের এই সিদ্ধান্ত আবার দলের মধ্যে একটা আলোড়ন তৈরি করেছে। বিষয়টি সবস্তরের নেতারা এখনও জানেন না। কালীঘাট ঘনিষ্ঠ শীর্ষসারির কয়েকজন নেতার গোচরে তা রয়েছে। এবং তাঁরা মনে করছেন,

মণিপুরে নতুন করে একাধিক জায়গায় আফস্পা জারি হল!

ইক্ষফল, ১৪ নভেম্বরঃ গত বছর মে মাস থেকেই উত্তপ্ত মণিপুর। জাতি সংঘর্ষে ২০০-র বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে এগেছে ধর্ষণ, মহিলাদের গুপ্ত পরিব্রাজনের খবর। যদিও মাঝে বৈশ কয়েক মাস কিছুটা শান্ত ছিল উত্তর-পূর্বের এই রাজ্য। কিন্তু আবার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়েছে। এই অবস্থায় নতুন করে আরও একাধিক জায়গায় জারি করা হল আফস্পা। বৃহস্পতিবার থেকে রাজ্য জুড়ে ছাটি থানা এলাকায় নতুন করে ‘আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল প্যাওলার অ্যান্ড’ বা আফস্পা জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক একটি বিবৃতি দিয়েছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, সেকমাই, লামসাম, লামলাই, মইরাং, লেইমাং এবং জিরিবাং থানা এলাকায় নতুন করে আফস্পা চালু করা হয়েছে।

পড়ুয়াদের ট্যাবের টাকা গায়েব, সিট গঠন করে তদন্ত শুরু কলকাতা পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ নভেম্বরঃ রাজ্যের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ট্যাব কেনার জন্য দেওয়া অর্থের বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষার্থীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পৌঁছানোর কথা থাকলেও অভিযোগ উঠছে যে অনেক পড়ুয়ার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি বা অনেকেই অ্যাকাউন্টে আবার দ্বিগুণ টাকা ঢুক গেছে। কলকাতা থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকেও একই ধরনের অভিযোগ জমা পড়েছে। এরই মধ্যে, কলকাতা পুলিশ এই ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করে তদন্ত শুরু করেছে। রাজ্য সরকারের ‘তরুণের স্বপ্ন’ প্রকল্পের অধীনে এককালীন ১০ হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই টাকা পড়ুয়াদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা হওয়ার কথা ছিল, যাতে তারা সহজে ট্যাব কেনার সুযোগ পান। কিন্তু পড়ুয়ার পর থেকেই অভিযোগ আসতে শুরু করে যে অনেক পড়ুয়া এই টাকা পাননি বা তাদের টাকা অন্যের অ্যাকাউন্টে চলে গেছে। প্রথমে পূর্ব বর্ধমান জেলা থেকে এই অভিযোগ উঠে আসে। তারপর অন্যান্য জেলার পাশাপাশি কলকাতা থেকেও অভিযোগ জমা পড়তে থাকে। কলকাতার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থী ট্যাবের টাকা না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন। ইতিমধ্যে

যাদবপুর, কসবা, বেনিয়াপুকুর, মালিকতলা, ওয়াটিগঞ্জ, সরশুনা, জোড়াসাঁকো, গন্ধগ্রাম, এবং ভবানীপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যাদবপুরের একটি স্কুলে ১২ জন এবং ঠাকুরপুকুরের এক স্কুলে ৬১ জন ছাত্রীর অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি বলে অভিযোগ। কসবা, জোড়াসাঁকো, বেনিয়াপুকুর



এলাকায়ও একাধিক পড়ুয়া টাকা না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভিযোগ এসেছে যে এক ছাত্রের টাকা অন্য ছাত্রের অ্যাকাউন্টে চলে গেছে। এই ঘটনায় একাধিক সাইবার জালিয়াতির ধারণা তৈরি হয়েছে। কৃষক, শ্রমিক, গৃহশিক্ষকসহ নানা শ্রেণির মানুষ এই জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি করা হচ্ছে। বিভিন্ন জেলা পুলিশ ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে, এবং সম্প্রতি উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থেকে দু’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে একজন কৃষক

এবং অপরজন চা-শ্রমিক। তাঁদের নাম কৃষ্ণপদ বর্মা এবং সরিফুল ইসলাম। এই দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা সাইবার ক্যাফে থেকে অরৈধভাবে পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টে টাকা সরানোর কাজ করছিল। কলকাতা পুলিশও এই ঘটনায় তৎপর হয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ বিভাগ জানতে

পেরেছে যে, অভিযুক্তরা সাইবার ক্যাফে ব্যবহার করেই এই জালিয়াতির কাজ চালাচ্ছিল। বর্তমানে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের পক্ষ থেকে তদন্ত সহযোগিতা করতে সিট গঠন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে শহরের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রদের টাকা কোথায় যাচ্ছে এবং এই চক্র কারা কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখা হবে। সিট গঠন করার পর পুলিশ ইতিমধ্যে কিছু গ্রেফতারি অভিযান চালিয়েছে। বুধবার সরশুনা এলাকার স্কুলের পড়ুয়াদের টাকার গায়েবের

বাসের রেযারেষি বন্ধে নতুন দাওয়াই রাজ্য সরকারের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ নভেম্বরঃ এবার থেকে নিজেদের মজি মতো বেসরকারি বাস চালানো যাবে না। মানতে হবে নির্দিষ্ট টাইমটেবিল। বেসরোয়া চালকদের শাস্তো করতে এখন থেকে শহরের সব রাস্তায় বসানো হবে স্পিড ব্রেকার। থাকবে সিসিটিভি নজরদারিও। নিয়ম ভাঙলে বাতিল হবে সংশ্লিষ্ট চালকের লাইসেন্স। এজন্য দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় বাড়তি ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হবে। মঙ্গলবার সন্টলেকে দু’টি বাসের রেযারেষিতে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রের। মায়ের সঙ্গে স্কুটিতে চেপে স্কুল থেকে ফিরছিল শিশুটি। ওই ঘটনায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী সব পক্ষকে নিয়ে অবিলম্বে রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রীকে বৈঠক ডাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বৃহস্পতিবার দুপুরে বসেছিল প্রশাসনিক বৈঠক। পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, রাজ্য পুলিশের ডিজি, পরিবহণ সচিব, কলকাতার



বাসের রেযারেষি নিয়ে একগুচ্ছ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শহরবাসীর অভিযোগ, কমিশনের লোভে চালকরা বাস রেযারেষি করে চালান। তারই জেরে দুর্ঘটনা বাড়ছে। এ প্রসঙ্গে বিবি বলেন,

“কমিশনের লোভে রেযারেষি করে বাস দৌড়ানো আর বরদাস্ত করা হবে না। এবার থেকে ট্রাফিক মনিটরিং সিস্টেম থাকবে। সেই অনুযায়ী বাস চলবে। জিপিএস সিস্টেম চালু করা হচ্ছে, যাতে বাসের মুভমেন্টও দেখা যায়। আইন ভাঙলে বাতিল করা হবে লাইসেন্স।” সূত্রের খবর, এদিন বৈঠক চলাকালীনও দু’বার ফিরহাদকে ফোন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে বিস্তারিত বিষয়ে খোঁজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কোন রুটে কতগুলি বাস চলছে তা সমীক্ষা করে দেখা হবে। সেই মতো নির্দিষ্ট সময় গ্যাপে বাস চালানোর সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হবে। এছাড়াও একটি অ্যাপ চালু করা হচ্ছে যেখানে সেভ লাইফ সেক্ ড্রাইভ নিয়ে সচেতনতার প্রচার করা হবে। থাকবে ট্রাফিক নিয়মাবলিও। শহরের যে সব রাস্তায় সিসিটিভি নেই সেখানেও বসানো হবে ক্যামেরা। নিয়মিত নজরদারি চালানো হবে। এছাড়াও পথ নিরাপত্তায় প্রতি মাসে পরিবহণ বিভাগের তরফে ‘সেক্ ড্রাইভ সেভ লাইফ’ এর একটি কর্মসূচি করা হবে।

দুমড়ে গুড়িয়ে গেল পুলকার, গাড়িতে তখনও স্কলপড়ুয়া, ধাপায় ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ নভেম্বরঃ ধাপায় দুর্ঘটনার কবলে পুলকার। একটি স্লোমো ধাক্কা মেরে রাস্তার পাশে ফাঁকা জমিতে ঢুকে যায় পুলকারটি। দুর্ঘটনার অভিযাতে দুমড়ে মুচড়ে গুড়িয়ে গিয়েছে পুলকার। গুরুতর জখম পুলকার চালক ও এক স্কুল পড়ুয়া। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আহতদের এনআরএস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুলকারটি বাইপাসের দিক থেকে ধাপার দিকে যাচ্ছিল। ধাপা রোডে রাস্তার ডান দিকে যাচ্ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, গাড়ির গতিবেগ স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি ছিল। আচমকই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে



ফেলেন চালক। রাস্তার ডান দিকে দাঁড় করানো একটা ট্রেলারের পিছনে গিয়ে ধাক্কা মারে পুলকারটি। এটাই ছিল জেরে ধাক্কা লাগে, তাতে দুমড়ে মুচড়ে যায় গাড়ির বাদিকের অংশ। পুলকার ঘুরে গিয়ে পাশে জমিতে ঢুকে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, গাড়িতে চালক ছাড়াও দুজন পড়ুয়া এক জন মহিলা ছিলেন। যদিও পুলিশের দাবি, এক জন পড়ুয়া আহত হয়েছে। ট্রেলারটিকেও বাজেন্দা করছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, দুদিন আগে সন্টলেকে দুই বাসের রেযারেষিতে মৃত্যু হয়েছে এক স্কুল ছাত্রের।

শিশুপাচার চক্রে ধৃত কলকাতার মানিক গিয়েছিল কঙ্গো! বিদেশ যোগ নিয়ে সন্দেহ বাড়ছে গোয়েন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ নভেম্বরঃ ২ দিনের শিশুকে ভিনরাজ্য থেকে এ রাজ্যে এনে পাচারের চেষ্টা করা হয়েছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেই সময় হাওড়ার শালিমার স্টেশন থেকে দু’জনকে গ্রেফতার করে সিআইডি। এবার সেই ঘটনার তদন্তে নেমে সিআইডি প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে এই চক্রের সঙ্গে বিদেশ যোগ থাকতে পারে। প্রসঙ্গত, নিঃসন্তান দম্পতি সেজে সিআইডি আধিকারিকরা যোগাযোগ করেছিলেন অভিযুক্ত মানিক হালদার ও তার স্ত্রী মুকুল সরকারের সঙ্গে। শিশু নেওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত হলে রফা হয় চার লাখ টাকা। এরপর গয়া থেকে শিশুকন্যাটিকে নিয়ে আসা হয় এরায়ে। শালিমার স্টেশনে শিশু-সহ ওই দম্পতি নামলেই তাদের ধরে ফেলেন সিআইডি আধিকারিকরা। তারপর থেকেই আন্তঃরাজ্য শিশুপাচার



করেছে এসি মেকানিকের কাজে বিদেশ গিয়েছিল তারা। তদন্তকারীরা মনে করছেন, মূলত শিশু বিক্রি সংক্রান্ত ব্যাপারেই কথা বলার জন্য মানিক বিদেশে গিয়ে থাকতে পারে। সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে সিআইডি।

শিশু বিক্রির চক্রের সঙ্গে বিদেশ যোগ থাকতে পারে বলে অনুমান তদন্তকারীদের। সিআইডি জানতে পেরেছে ধৃত মানিক কয়েকদিনের ব্যবধানে কঙ্গো ও মলদ্বীপ গিয়েছিল। প্রশ্ন উঠছে, কেনে জ্যোতিষ্য মল্লিককে। তারপর থেকে বারবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি। তাঁর মাথা ঘোরার কারণ জানতে ‘হেড আপ টিলট টেবল টেস্ট’ পরীক্ষার পরামর্শও দিয়েছিলেন চিকিৎসকরা। এসএসকেএমে গঠিত হয়েছিল মেডিক্যাল বোর্ড।

গুরুতর অসুস্থ প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ নভেম্বরঃ ফের অসুস্থ প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। রেশন দুর্নীতি মামলায় জেলে বন্দি রয়েছেন তিনি। জেলে থাকাকালীনই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে সূত্রের খবর। তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে বাইপাসের ধারের বেসরকারি হাসপাতালে। আজ, বৃহস্পতিবার তাঁর জামিন সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল। সেখানেই তাঁর অসুস্থতার কথা জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবীরা। এর আগে অসুস্থ অবস্থায় দীর্ঘ সময় এসএসকেএম হাসপাতালে কাটিয়েছেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তাঁর সেই অসুস্থতা নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। পরে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখানে আবারও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি।



দিন দুয়েক আগেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানে চিকিৎসাধীন তিনি। একাধিক শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন তিনি। অন্যদিকে, রেশন দুর্নীতি মামলায় তাঁর জামিনের আবেদনে আপত্তি জানিয়েছেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বৃহস্পতিবার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আবেদন জানান বিশেষ ইন্ডি আদালতে। তাঁর বাতুল আবেদনে আপত্তি জানিয়ে আদালতে রিপোর্ট পেশ করেছে ইন্ডি। আগামী ২০ নভেম্বর ওই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। গত বছর রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার করা হয় জ্যোতিষ্য মল্লিককে। তারপর থেকে বারবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি। তাঁর মাথা ঘোরার কারণ জানতে ‘হেড আপ টিলট টেবল টেস্ট’ পরীক্ষার পরামর্শও দিয়েছিলেন চিকিৎসকরা। এসএসকেএমে গঠিত হয়েছিল মেডিক্যাল বোর্ড।

ষাট বছরের পরে সুরক্ষা আর সম্মান বৃদ্ধাবস্থায় আয় থেকে জীবন হবে আসান

৭ কোটি

সাবফ্রাইবার্স অটল পেনশন যোজনার সঙ্গে যুক্ত

1১০০০ টাকা বা ২০০০ টাকা বা ৩০০০ টাকা বা ৪০০০ টাকা অথবা ৫০০০ টাকা পর্যন্ত প্রতি মাসে পেনশন গ্যারান্টি

2আজীবন, গ্রাহকের মৃত্যুর পর পত্নীকে সমান পেনশন

3স্বামী/স্ত্রীর মৃত্যুর পরেই নমিনীকে ৬০ বছর আয়ু পর্যন্ত সঞ্চিত পেনশনের অর্থ ফেরত

যদি আপনার বয়স ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হয় তাহলে আপনি অটল পেনশন যোজনার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন।

আজই যুক্ত হোন, কম পে করুন	বয়স	পেনশন স্ল্যাব (টাকা)	প্রদেয় পরিমাণ (টাকা)	পেনশন স্ল্যাব (টাকা)	প্রদেয় পরিমাণ (টাকা)
	১৮	১০০০	৪২ প্রতি মাস	৫০০০	২১০ প্রতি মাস
	৪০	১০০০	২৯১ প্রতি মাস	৫০০০	১৪৫৪ প্রতি মাস

এটিমধ্যে সমস্ত বিবরণ জানতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

আজই আপনার নিকটবর্তী ডাকঘর / ব্যাঙ্ক-এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন অথবা ১৮০০ ১১০ ০৬৯-এর কল করুন বা www.pfrda.org.in দেখুন।

সঙ্গীক তিরুপতি বালাজি মন্দিরে পূজার্চনা কেজরির, সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য করলেন প্রার্থনা



তিরুপতি, ১৪ নভেম্বর : সঙ্গীক অল্পপ্রদেশের তিরুপতি বালাজি মন্দিরে পূজা দিলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির জাতীয় আদ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বৃহস্পতিবার সকালে যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় তিরুপতি বালাজি মন্দিরে পূজো দেওয়ার মন্দিরে পূজো দেওয়ার পর অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন, আমি স্ত্রীর সঙ্গে তিরুপতি বালাজি মন্দিরে পুজো দিয়েছি। আমি সকলের মঙ্গল কামনা করেছি, আমাদের দেশের এবং বিশেষ করে দিল্লির সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেছি।

পণ্ডিত নেহরুর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপালের



রািচি, ১৪ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল সন্তোষ কুমার গান্ধওয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঙ্কাপন করেন। রাজ্যবনে জওহরলাল নেহরুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সন্তোষ কু মার গান্ধওয়ার।উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ১৩৫তম জন্মবার্ষিকী। এদিন ঝা়ড়খণ্ডের রাজ্যপাল সন্তোষ কুমার গান্ধওয়ারের পাশাপাশি তাঁকে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ও দিল্লির শান্তিবনে নেহরুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

রাজস্থানের পুলিশের গাড়িতে হামলা নির্দল প্রার্থীর সমর্থকের, ধৃত কমপক্ষে ৬০

টঙ্ক, ১৪ নভেম্বর : রাজস্থানের টঙ্ক জেলার দেওলি উনইরা বিধানসভা এলাকায় পুলিশের গাড়িতে হামলা চালাল নির্দল প্রার্থীর সমর্থকরা। বৃথার রাতে দেওলি উনইরা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সন্ন্যবতা গ্রামে নির্দল প্রার্থী নরেশ মীনার অনুগামীরা পুলিশের গাড়িতে হামলা চালায়, পুলিশের গাড়িতে আগুন ও ধরিয়ে দেয়। এমনকি পোলিং বুথে এসডিএম অমিত চৌধুরীকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হয় বলেও অভিযোগ। এই ঘটনায় মোট ৬০ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।পুলিশ জানিয়েছে, নরেশ মীনা ও তার সমর্থকদের পুলিশ থিরে রেখেছে। অতিরিক্ত এসপি (টঙ্ক), ব্রিজেন্দ্র সিং ভাটি বলেছেন, আমরা ক্ষতি বিশ্লেষণ করছি। আমরা কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছি। আমরা তাকে (নরেশ মীনা) খুঁজছি... আমরা পরে বিস্তারিত জানাব। বৃথার রাতের হিংসার প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা বাড়াচ্ছে হয়েছে এমনকোটাই।

বায়ুদূষণে ক্লান্ত দিল্লি-এনসিআর, রাজধানীতে যমুনার জল দূষিতই

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর : মাত্রাতিরিক্ত বায়ুদূষণ ও ধোঁয়াশায় ক্লান্ত হয়ে উঠছে রাজধানী দিল্লি। বৃহস্পতিবারও রাজধানী দিল্লিতে বাতাসের গুণগতমান খারাপ পর্যায়েই থাকল। দিল্লি ছাাও এদিন সকালে ধোঁয়াশার চাদরে মোড়া থাকল উত্তর প্রদেশের বারাণসী, অযোধ্যাও। এদিন সকালেও দিল্লির আনন্দ বিহার, অক্ষরধাম, কর্তব্যপথ প্রভৃতি এলাকা ঘন ধোঁয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল। আনন্দ বিহারে বাতাসের গুণগতমান রেকর্ড করা হয়েছে ৪৭৩বিষাভিতে যমুনা নদীতে এখনও ভাসছে বিষাভিত্ত সাদা ফেনা। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির কলিন্দী কুঞ্জ এলাকায় যমুনার জলে বিষাভ সাদা ফেনা ভেসে বেড়াতে দেখা যায়। সাদা ফেনায় কর্ণভ তেকে গিলেছে যমুনা। যমুনা নদীতে স্কুনের এই দৃশ্য চিত্তিত পরিলোকেবিদ্রা।

উন্নয়ন ও ঐতিহ্যকে একসাথে নিয়ে এগিয়ে যেতে আমরা দায়বদ্ধঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(পিআইবি), ১৪নভেম্বরঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইগাস উৎসব উপলক্ষ্যে আজ জন সাধারণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। উন্নয়ন ও ঐতিহ্যকে একসাথে নিয়ে এগিয়ে যেতে ভারত দায়বদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বিশেষত উত্তরাখণ্ডের জনসাধারণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইগাস উৎসবের পরম্পরায় আস্থা প্রকাশ করে বলেন, দেবভূমি আগামীদিনে আরও ঐকশিত হবে। এগ্ন হ্যাভেন্লে একগুচ্ছ পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন ংউত্তরাখণ্ডে আমরা পরিবার-পরিজনের সঙ্গে সমস্ত দেশবাসীকে



ইগাস উৎসব উপলক্ষ্যে অনেক শুভেচ্ছা ! দিল্লিতে আজ উত্তরাখণ্ডের সাংসদ অনিল বলুনি আয়োজিত ইগাস উৎসবে যোগ

দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। প্রার্থনা করি এই পবিত্র উৎসব সকলের জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি নিয়ে আসুক এবং জীবনকে খুশিতে ভরিয়ে

তুলুক।anilbaluni।আমরা উন্নয়ন এবং ঐতিহ্যকে নিয়ে একসাথে এগিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি আনন্দিত যে লুণ্ডপ্রায় লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ইগাস উৎসব পুনরায় উত্তরাখণ্ডে আমার পরিবার-পরিজনের আস্থার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।উত্তরাখণ্ডে আমার ভাই-বোনরা ইগাস উৎসবের ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে যেভাবে জাগ্রত রূপ দিয়েছে তা অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক। দেশ জুড়ে এই উৎসবের উদযাপন এই উৎসবের শক্তির এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ। আমার বিশ্বাস, দেবভূমিতে এই উৎসবের পরম্পরা আরও বিকশিত হয়ে উঠবে।

ত্রিপুরাকে ড্রাগস মুক্ত করতে জেলা শাসককে ডেপুটেশন দিল মহিলা সংগ্রাম পরিষদ

আগরতলা, ১৪ নভেম্বর : ত্রিপুরাকে ড্রাগস মুক্ত করতে রাজ্য সরকারকে জরুরী ভিত্তিতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এস সি, এস টি, ওবিসি, ও সংখ্যালঘু নিগম থেকে যারা শিক্ষা ঋণ সহ বিভিন্ন ধরনের ঋণ নিয়েছে তাদের ঋণ মুকুব করতে হবে। এই সমস্ত দাবি নিয়ে মঙ্গলবার ত্রিপুরা মহিলা সংগ্রাম পরিষদ পশ্চিম জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলা শাসকের নিকট ডেপোটেশন প্রদান করা হয়।এদিনের ডেপুটেশনের নেতৃত্বে

ছিলেন ত্রিপুরা মহিলা সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদিকা রাবিয়া খাতুন। ডিপোটেশন শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান ২০১৮ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং ২০২৬ সালে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা মুখ্যমন্ত্রী পদে বসেই রাজ্যবাসীকে নেশামুক্ত রিপূরা উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহার নির্দেশে নেশা কারবারিদের ঠেকাতে রাজ্য পুলিশের বিশেষ টাস্ক ফোর্সও গঠন করা হয়।

তারপরও রাজ্য সর্বশনা ড্রাগসের অবৈধ বানিজ্য চলছেই। উল্টো দিকে দিনি ড্রাগসের বানিজ্য শহর, শহরতলী, গ্রাম পাহাড় সর্বত্র ছেয়ে গেছে। স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে যুবক যুবতীদের একটি বড় অংশ প্রতিনিয়ত ড্রাগসে আসক্ত হচ্ছে। অর্থাৎ গোটা রাজ্য ক্রমশ ড্রাগসের কবলে চলে যাচ্ছে। ড্রাগস নিতে গিয়ে রাজ্যে এইসহ রুগীর সংখ্যাও বাড়ছে প্রতিনিয়ত। রাবিয়া খাতুন আরও বলেন, শহরের নন্দননগর মসজিদ পাড়া থেকে শুরু

করে বৃহত্তর আগরতলায় ড্রাগস আসক্তির কারণে বিশাল সংখ্যায় যুবক যুবতীরা বিপর্যয়ের মুখে। একাংশ স্বার্থাধেষীরা টাকা পয়সার লোভে ড্রাগস বিক্রি করে সমাজের বিপর্যয় ডেকে আনছে। পরিতাপের বিষয় হল, এই নির্বাপ্য ঠেকাতে প্রশাসনিক তৎপরতা কিংবা নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহন করা হচ্ছে না। তাই মুখ্যমন্ত্রী যেন এই দাবিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তার দাবি রাখেন ত্রিপুরা মহিলা সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদিকা রাবিয়া খাতুন।

জমির রেকর্ড করিয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা

দুরন্তভাৱা,দক্ষিণদিনাজপুরঃজমির রেকর্ড করিয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা চাওয়ার অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। সেই অডিও ক্লিপ ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। যা নিয়ে জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক শোরগোল। পাশাপাশি , বালুরঘাটের সাংসদ তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সূকান্ত মজুমদারের এগ্ন হ্যাভেন্লে তা প্রকাশ করে সরব হয়েছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি।এনিয়ে ত্রি চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলে।বিজেপি জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী জানান, তৃণমূল কংগ্রেস একটি দুর্নীতিগ্রস্ত দল। নেতা কর্মীরা বেশীরভাগ তোলাবাজ। টাকার বিনিময়ে একজনের জমি অন্যের নামে রেকর্ড করার চক্রান্তের

দেওয়ার নাম করে টাকা চাওয়ার অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

বিষয়টি প্রশাসনের তদন্ত করে দেখা উচিত।সুদ্তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি সুভাষ চাকী জানান, এই ধরনের ঘটনা দলের জেলা নেতৃত্বের কাছে এসেছে। কেউ যদি আইনগত ভাবে তদন্তের দাবি করে থাকেন, ত বে আইন আইনের পথে চলবে। তবে বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ। দল অডিও ক্লিপ এর সত্যতা আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখবে।অডিও ক্লি পের কথাপকথনে কোনো জমির রেকর্ডের সমস্যার বিষয় উঠে আসে। সেই সমস্যা দূর করতেই টাকা চাওয়া হয়েছে বলে মনে

করা হচ্ছে। কথোপকথনের একটি কন্ঠ স্বর গঙ্গারামপুর ব্লকের বাসুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি সাহেব সরকারের বলে সামাজিক মাধ্যমে দাবী করা হয়েছে। যদিও এই অডিও ক্লিপ ভাইরাল হবার পর বাসুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি সাহেব সরকার তার নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। সেই ভিডিওতে তিনি দাবি করেন, একাই টেকনোলজি ব্যবহার করে তার বিরুদ্ধে কুসা ছড়াতে এই কাজ করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

ডায়াবেটিসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ার আহ্বান ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী

ভূবনেশ্বর, ১৪ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। এদিন দেশের নাগরিকদের ডায়াবেটিস অর্থাৎ মধুমেহ রোগের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি।স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এদিন মোহন চরণ

মাঝি নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লেখেন, আসুন এই বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে আমরা ডায়াবেটিসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি। সচেতনতা এবং স্বাস্থ্যকর জীবনধারাকে বেছে নিয়ে আমরা ডায়াবেটিসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়বো পৱি। একসঙ্গে টেক্সি সকলের জন্য একটি স্বস্তিকর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারবো।

বিধানসভায় নেহরুর জন্মবার্ষিকী পালিত শ্রদ্ধাঞ্জলি অধ্যক্ষ ও মন্ত্রীর



বৃহস্পতিবার বিধানসভার লবিতে ১৩৫ তম জন্ম বার্ষিকীতে নেহরুর প্রতিকৃতিতে নালদান করেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি -অনিকেত নরুর।

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বৃহস্পতিবার যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে স্মরণ করা হয়েছে। ১৩৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিধানসভার লবিতে এদিন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এক আনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে নেহরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। এছাড়াও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। উভয়েই ব্যক্তিগতভাবে এরপর নেহরু সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন। সেইসঙ্গে বিধানসভার সচিবালয়ের কর্মীবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন। সরকারি আধিকারিক এবং বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারীবৃন্দও দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর জন্মজয়ন্তীতে তার প্রতি পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেন।

ত্রিপুরা সরকারের আগ্রহের অভাবেই কর্মচারীদের ডিএ পরিস্কার হচ্ছে নাঃমানিক সরকার

আগরতলা, ১৪নভেম্বর : ত্রিপুরা সরকারের দুর্বলতা, ক্রুটি এবং আগ্রহের অভাবের কারণে ডিএ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী ও রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের মধ্যে এখমটা রয়েছে। গত বৃহস্পতিবার এমএনটিই অভিযোগ করেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিআইএম পলিটবুরোর সদস্য মানিক সরকার। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে টাকা এনে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের ডিএ মিটিয়ে দেওয়া উচিত।সম্প্রতি কেন্দ্রীয়

সরকার কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের জন্য ৩ শতাংশ ডিএ মঞ্জুর করেছে। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী এবং রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের মধ্যে ডিএ'র পার্থক্য বেড়ে দাঁড়ায়. ২৮ শতাংশ। এর কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্য সরকার কর্মচারীদের জন্য পাঁচ শতাংশ ডিএ ঘোষণা দেয়। ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের মধ্যে ডিএ'র পার্থক্য কম দাঁড়িয়ে ২৬ শতাংশ। কিন্তু খুশি নন রাজ্যের প্রাক্তন মুখামন্ত্রী তথা সিপিআইএম পলিটবুরোর সদস্য মানিক সরকার

।এদিন বৃহস্পতিবার ডিএ প্রসঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার জানান, পূর্বকেন সরকারের আমলে রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের জন্য পুরো ডিএ প্রদান করতে না পারলেও বছরের দু'বার করে ডিএ প্রদান করা হত। এর লক্ষ্য ছিল রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের ডিএ প্রাপ্তি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সনপর্যায় নিয়ে ব্যগ্ন। কিন্তু বর্তমানে এই সুবিধা বন্ধ হয়ে গেছে।এদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার আরো জানান, রাজ্যে বর্তমানে ত্রিপল ইঞ্জিনের

সরকার চলছে। সুতরাং টাকার কোন অভাব নেই। এই ক্ষেত্রে কর্মচারীদের ডিএ জমিয়ে রাখা উচিত নয়। তিনি বলেন, চাপ সৃষ্টি করে কেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা এনে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ পরিস্কার করে দেওয়া উচিত। এতে সবাই খুশি থাকবেন। বাণিজ্যো এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এই ক্ষেত্রে প্রান্তঃন মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, রাজ্য সরকারের দুর্বলতা, ক্রুটি এবং আগ্রহের অভাবের কারণেই এটা সম্ভব হচ্ছে না।

আজ টেনিস তারকা সানিয়া মির্জার জন্মদিন, ভারতকে গর্বিত করেছেন বিশ্বে

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর : ভারতের সবচেয়ে সফল মহিলা টেনিস খেলোয়াড় সানিয়া মির্জা। তিনি তার অশুশ্র্জনক ক্রীড়া প্রতিভার জোরে অনেক পদক জিতেছেন এবং সারা বিশ্বে ভারতকে গর্বিত করেছেন। সানিয়া একক এবং দ্বন্দ্বতেনিস খেলার সেরা খেলোয়াড় হিসেবে অনেক চ্যাম্পিয়নসে জিতেছেন এবং নিজেকে ভারতের সেরা খেলোয়ার হিসেবে এক নম্বরে রেখেছেন। সানিয়া ১৯৮৬ সালে ১৫ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের একজন ক্রীড়া সাংবাদিক ইমরান মির্জা এবং সানিয়ার ঘরে জন্মগ্রহণ করেনও সানিয়ার জন্মের পরপরই তার পরিবার হায়দরাবাদ



চলে যায়। ছ'বছর বয়সে টেনিস খেলা শুরু করেন সানিয়া। প্রাথমিকভাবে সানিয়া তার বাবার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নেন এবং পরে সানিয়া রোজার অ্যান্ডারসনের কাছে প্রশিক্ষণ নেনও সানিয়া পরে সিনেট

অ্যাকাডেমি সেকেন্দ্রবাদ এবং আমেরিকার এস টেনিস একাডেমির মতন প্রতিষ্ঠান থেকে টেনিসের প্রশিক্ষণ নেন। সানিয়া একজন ভালো টেনিস খেলোয়াড়ের পাশাপাশি একজন দক্ষ সার্কারও ছিলেন।সানিয়া জাকার্টা ১৯৯৯ সালে তার ক্যারিয়ারের প্রথম আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট খেলেন এবং বিদ্যুৎ জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপে দূর্বৃত্তভাবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। সানিয়া মির্জাকে শু ধু ভারতেই নয় বিশ্বের অন্যতম সেরা টেনিস খেলোয়াড় ছিলেনও টেনিস খেলোয়ার হিসেবে তার চমকর আসফর্জনক ক্রীড়া প্রতিভার কারণে

তিনি অনেক পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছেন। ভারত সরকার তাকে ২০০৪ সালে অর্জুন পুরস্কার, ২০০৬ সালে পদ্মশ্রী ও ২০১৫ সালে রাজীব গান্ধী জেলারঙ্গ পুরস্কারের ভূষিত করেন।২০১৪ সালে তেৎসোদা সরকার সানিয়া মির্জাকে তার রাজ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিযুক্ত করেছিল। ২০১৬ সালের সানিয়া মির্জা টাইম ম্যাগাজিনের ১০০ সবচেয়ে অনুপ্রেরণামূলক ব্যক্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। এই বছরেই সানিয়া ভারতেও তৃতীয় সেরেষ্ঠ সন্মান পদ্মভূষণে ভূষিত হন। আর এই বছরেই সানিয়া ‘বর্ষের অনসারআই’ পুরস্কারে ভূষিত হন।

জন্মজয়ন্তীতে নেহরুকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রধানমন্ত্রীর, শ্রদ্ধা নিবেদন প্রিয়াক্ষার



নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর :প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে তার জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধার্থ্য অর্পণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ১৩৫-তম জন্মবার্ষিকী। এদিন সকালে নিজের এগ্ন হ্যাভেন্লে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, জন্মজয়ন্তীতে আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে শ্রদ্ধার্থ্য।কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও যথোচিত মর্যাদায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। দিল্লিতে শান্তি ভান-এ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে উদ্ভা কবিদের কাছে কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াক্ষা গান্ধী ভড়রা ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা। জওহরলাল নেহরুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী প্রমুখও।

শুক্রবার বিহারের জামুই যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার জনজাতীয় দৌরব দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে বিহারের জামুই যাচ্ছেন। ভগবান বিরসা মুণ্ডার ১৫০-তম জন্মবার্ষিকী বর্ষ উদযাপনের সূচনাকে স্মরণ করে দিনটি উদযাপন করা হবে। শুক্রবার সকালে প্রধানমন্ত্রী মোদী ভগবান বিরসা মুণ্ডার স্মরণে একটি স্মারক মুদ্রা এবং পোস্টাল স্ট্যাম্প উন্মোচন করবেন।তিনি এই অঞ্চলের গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়ন এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬,৬৪০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্তস্তর স্থাপন করবেন।

ঝাড়খণ্ডে এবার পদুই ফুটবে, আশাবাদী অনুরাগ ঠাকুর

রাঁচি, ১৪ নভেম্বর : ঝাড়খণ্ডে এবার পদুই ফুটবে, আশাবাদী প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। ঝাড়খণ্ডে প্রথম নফার নির্বাচন প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, গতকাল ঝাড়খণ্ডে পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দেওয়া সমস্ত ভোটারদের আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। তারা নিজেদের অপশাসন থেকে মুক্ত করে বিজেপি সরকার আনতে ভোট দিয়েছেন।এদিন সকালে রাঁচিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অনুরাগ সিং ঠাকুর আরও বলেছেন, ১৩



নভেম্বরের কাজ শেষ হয়েছে এবং বাকি কাজ ২০ নভেম্বর সমাপ্ত হবে। ঝা়ড়খণ্ডে পদুা ফুটবে। উল্লেখ্য, ঝাড়খণ্ডে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ হবে আগামী ২০ নভেম্বর, ফল ঘোষণা ২৩ নভেম্বর।

গুরু নানকের জন্মদিনে কম থাকবে মেট্রো পরিষেবা, সময়সূচিতে বদল নেই

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : গুরু নানকের জন্মদিন উপলক্ষ্যে



শেষ মেট্রো সংশ্লিষ্ট দুই প্রান্তিক স্টেশন থেকে যাত্রা করবে যথাক্রমে রাত ৯টা ২৮ মিনিট এবং রাত সাে ৯টায়। অন্যদিকে, ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর অধীনে থাকা শিয়ালদহ-সস্টলেক সেন্টের ফাইভ রুটে অন্যান্য দিনের ১০৬টি পরিষেবা পাওয়া যায়। কাল তা কমে হবে ৯০টি। দিনের প্রথম মেট্রো। শিয়ালদহ ও সেন্টর ফাইভ থেকে যাত্রী নিয়ে গুরুবোর উদ্দেশে রওনা দেবে যথাক্রমে সকাল ৬টা ৫৫ মিনিট এবং ৭টা ৫ মিনিটে। দিনের শেষ মেট্রো। পরিষেবা সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক স্টেশন থেকে ছাড়বে যথাক্রমে রাত ৯টা ৩৫ মিনিট এবং সকাল ৭টায়। দিনের

বাঁকুড়া জেলার মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু দিবস পালন



দুরন্তভাৱা, বাঁকুড়াঃবাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত শিশু মিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত মানমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিপুল উসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শিশু দিবস পালন করা হচ্ছে। সর্ব প্রথম বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা জওহরলাল নেহরুর ফটোতে ফুল ও মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এরপর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা জওহরলাল নেহরুর ফটোতে পুষ্পার্ধ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। বিদ্যালয়ের প্রধাা শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় জানান যে, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মবার্ষিকী স্মরণে প্রতিবছর আমাদের বিদ্যালয়ে ১৪ ই নভেম্বর শিশু দিবস পালন করা হয়। এই দিন আমরা শিশুদের নিরাপত্তা, শিশুদের অধিকার ,শিক্ষা এবং কল্যাণ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে বিদ্যালয়ে শিশু দিবস পালন করছি।সহকারী শিক্ষিকা দেবলীনা ঘোষাল মহাশয়া শিশুদের শোষণ থেকে সুরক্ষার অধিকার বিষয়ে আলোকপাত করেন। এছাড়া শিশু দিবস উপলক্ষ্যে -বিদ্যালয়ে একটি ট্যালেট শো এর আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের কচিকীর্ষা শিশুরা নাচ, গান, আবৃত্তি মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করে।

দুরন্ত বার্তা

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

২৮ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার, ইংরেজীঃ১৪ নভেম্বর ২০২৪, ৫৬৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ২৯ কার্তিক, চান্দ্রঃ ১৫ কেশব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাধ্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ , বাংলাদেশঃ২৯ কার্তিক ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৬ কার্তিক ১৯৪৬,মৈত্রেঃ ১৩ হ্রায়দে, অশ্বামঃ ২৮ কাতি, মুসলিমঃ১২-জমাদিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজরীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫১:১৮ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫০:১৫।চান্দ্র উদয়ঃবিকাল ০৩ঃ৩২:২৬(১৪) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ ৫৫৩৯(১৪)।শুক্র শেষ রাত্রি ০৫ঃ ২৭ঃ৩৮ দং ৫৮ঃ৫৯১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ ৫৬ দং ১৩ঃ২২৭.৫ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণগর রাত্রিঃ০৬ঃ৩৭ঃ২৮ দং ৩১ঃ৫২২.৫ পর্যন্ত পরে বিহজযোগঃসিদ্ধি সকাল ৬ ১১ঃ২৬ঃ ৩৬ দং ১৩ঃ২২৭.৫ পর্যন্ত পরে ব্যতীপাতঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ৫১ঃ ১৯ থেকে - ০৭ঃ১৯ঃ১১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ১০ঃ৪০ থেকে - ০২ঃ ৬৮ঃ৩২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৪২ঃ ২৪ থেকে - ০৯ঃ১০ঃ৪০ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৪০ঃ২২ থেকে - ০৩ঃ ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৭ঃ১১ থেকে - ০৫ঃ৫১ঃ১৯ পর্যন্ত।কুলিকবলোঃদিন ০৯ঃ৩০ঃ৫৯ থেকে - ১০ঃ১৪ঃ৫৫ পর্যন্তকুলিকরাত্রিঃ ০৮ঃ১৮ঃ৩৬ থেকে - ০৯ঃ১৪ঃ৪০ পর্যন্ত। কালবলোঃদিন ০২ঃ০৫ঃ৩৫ থেকে - ০৩ঃ২৭ঃ৫৮ পর্যন্ত। বারবেলোঃদিন ০৩ঃ২৭ঃ৫৮ থেকে - ০৪ঃ৫০ঃ২০ পর্যন্তকালরাত্রিঃ ১১ঃ ২০ঃ৫০ থেকে - ১২ঃ৫৮ঃ২৭ পর্যন্তগ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন): রবিঃ৬২৮২ঃ১৪২ (১৬) ৩ পদবর্ধঃ ০১ঃ৫৬ঃ৫৮ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ৩ঃ৫৬ঃ১৭ (৮) ২ পদবৃধঃ ৭১৯ঃ৩২ঃ৫ (১৮) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১২ঃ৬২ঃ৫ (৫) ১ পদশুক্রঃ৯১৩৮ (১৯) ৩ পদশনিঃ১০১৫ঃ১৫৫ (২৪) ৩ পদরাহুঃ১১১২ঃ৪৮ (২৬) ৩ পদকৈতুঃ৫১২৪২৮ (১৩) ১ পদবৃহস্পতিঃ বক্রিঃলগ্নঃবৃত্তা রাশি সকাল ০৬ঃ০১ঃ৫৪ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ০৮ঃ১৭ঃ৩৯ পর্যন্ত।ধনু রাশি সকাল ১০ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১২ঃ০৯ঃ৫০ পর্যন্ত।কুম্ভ রাশি দুপুর ০১ঃ৪৩ঃ১৪ পর্যন্ত।মীন রাশি দুপুর ০৩ঃ১৪ঃ১৭ পর্যন্ত। মেঘ রাশি বিকাল ০৪ঃ৫৪ঃ ৫১ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৬ঃ ৫৫ঃ৪৬ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাত্র ০১ঃ০৬ঃ৩৫ পর্যন্ত।কর্কট রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ৭৭ পর্যন্ত।সিংহ রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৩৩ঃ৩৮ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৪৩ঃ৪৯ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

রাজ্য থেকে বিদায় নিয়েছে মৌসুমি বায়ু।কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে অধিকাংশ জেলায় এখনই জাকিয়ে শীতের সম্ভাবনা নেই। তবে, শীঘ্রই তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে।সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.১ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২২.৩ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর্পেক্ষিক আর্দ্রতা ৯২শতকরা এবং ৪৯ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৭ টা ৪৫ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৪৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৭ টা ৪৫মিনিট এবং রাত ২ টা ৪৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৪৯ মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৪৭মিনিট

রাশিফল

মেঘ রাশিঃ পারিবারিক সমস্যা মোটানোর জন্য স্ত্রীর সাহায্যে কল্লের সন্ধান পাবেন।**বৃষ রাশিঃ**সৃষ্টিশীল কাজে আপনার মেথার বিকাশে নাম ও যশ বৃদ্ধি পাবে। ঔষধ, লৌহ ও বস্ত্র ব্যবসায়ীর জন্য সুখের থাকবে।**মিথুন রাশিঃ** ফাটকা ব্যবসাতে ভালো অর্থ হাতে আসতে পারে।**কর্কট রাশিঃ**রাজনীতি বিদরা সাংগঠনিক কাজে সফল পেতে পারেন। বিবাহের যোগ হবে আজ।**সিংহ রাশিঃ** অববিহিতরা প্রেমের প্রস্তাব পেতে পারেন। সংসারে শান্তি কন্যা রাশিঃবয়ঃসন্ধির সন্তানদের হাতে অতিরিক্ত অর্থ দেবেন না।।**তুলা রাশিঃ**কর্মক্ষেত্রে গোলেযোগের জন্য সংস্থা পরিবর্তন করতে হতে পারে। শুষরকুল থেকে হঠা কিছু সম্পত্তি হাতে আসতে পারে।**বৃশ্চিক রাশিঃ** সন্তান পড়াশোনা় অমনোযোগী হলেও পরীক্ষার ফল ভালোই হবে। ছোট ব্যবাসায়ীরা আশানুরূপ উন্নতির সুযোগ পাবেন।**ধনু রাশিঃ**চাকরিপালনে আও ভালো খবর আশা করতে পারেন। ঋণাও-নাওয়ার ব্যাপারে সাধাধানে থাকুন। আর্থিক উন্নতি হবে আজ**মকর রাশ**

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বাতা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৩৪২ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৯ কার্তিক, ১৪৩১

বাংলা ছবির জনপ্রিয় চরিত্র

মানুষ কে বারে বারে হাসিয়েছেন। অপূর্ব, অসামান্য অভিনয় দক্ষতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন উজ্জ্বল নন্দ্রুৎ হিসেবে। নারী চরিত্র ছেড়ে কমেডিতে অনন্য হয়ে ওঠা হরিধন মুখোপাধ্যায়ের জািনতা নেহাত কম দিশের নয়। সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত ছবি ‘হীরকরাজের দেশে’,সভার মধ্যে বসে আছেন সভাপণ্ডিত,চিকিৎস,কোষ্ঠী,পাঁজি হিসেব করে সব কথা হীরক রাজাকে বলা। কবিতার ছন্দে হীরকরাজা যা বলেন সভাপণ্ডিত বিরাট লম্বা কাগজ দেশে উত্তর দিচ্ছেন। সর্বকালের অন্যতম সেরা বাংলা জনপ্রিয় চলচ্চিত্র ‘সাড়ে চুয়াত্তর’-এর একটি দৃশ্য-বিরাট মিটিং ছেলেদের মেসবাড়িতে। আলোচনার বিষয় ছেলেদের মেসবাড়িতে মহিলা বিশেষ করে অবিবাহিতা যুবতীকে থাকতে দেওয়া উচিত কিনা। বরগেজষ্ঠ শিববাবু, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল এই বিষয়ে তাঁর কি অভিমত।। একটি চিবিয়ে চিবিয়ে গলার স্বর খেলিয়ে আমতা আমতা করে তিনি বললেন,ওরা থাকলে বোডিংয়ে শাস্তি ভঙ্গ হবে, তাছাড়া সব ছেলে ছোকরার দল...বাস সঙ্গে সঙ্গে সবাই তার উপর মারমুগ্ন,তখন হরিধন মুখার্জির নীরব এগ্ন্যপ্রেশন একাধ্যায় অসাধারণ বললে বোধহয় একটি কম বলা হয়। ‘ফুলেশ্বরী তে হরিধন দু’হাতে রেলের সিগন্যাল দৃশ্যাট মিটিং নেচে-নেচে গাইলেন সেই গান, ‘আমি তোমায় বড় ভালবাসি’। সিনেমায় প্লেব্যাক তাঁর এই প্রথম নয়। ‘সন্ধি’তে গেয়েছিলেন। পরের বছর নীরোে লাহিড়ীর ‘ভাবীকাল’ ছবিতেও আরও পরে ‘এন্টনী কিরিস্টী’ ও ‘ভোলা ময়রা’ ছবিতেও গেয়েছেন। আবার ১৯৪৩ সালে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ছবি ‘শহর থেকে দূরে’। ছোট্ট বাউল চরিত্র। হরিধনের লিগে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের গলায় তুমুল হিট; ‘রাধে, ভুল করে তুই চলিলা না তোর প্রেমের শ্যামরায়।’ গোবরগাঙার খট্টয়া গ্রামে ১৯৩৭ সালের ১০ নভেম্বর যে ছেলেটি জন্মেছিল, তার নাম ছিল দীনবন্ধু। বয়স যখন মোটে দুই, বাবা ভুজনমোহন চোখ বুজলেন। দুই ছেলে নিয়ে মা গিরিবালার কষ্টের নংসারা। তবু ছোট ছেলেকে ভর্তি করিয়েছিলেন শ্যামবাজার এভি স্কুলে। নট-নাটকের অমূল্যাল বসু সেক্রেটারি। বার্ষিক অনুষ্ঠানে ‘সিন্ধাধের গৃহত্যাগ’ নাটকের মহলায় ছোট্ট দীনবন্ধুর অভিনয় দেখে তিনি পিঠ চাপড়ে দিলেন। ডক্টরসে বাবুতুবু খেতে-খেতেই কখন যেন লোকের মুখে-মুখে দীনবন্ধু হয়ে উঠলেন ‘হরিধন’। মা-ভক্ত হরিধন মায়ের দুঃখ,কষ্ট লাঘব করতে নেমে পড়লেন লজ্জেলের ব্যবসায়। মায়ের থেকে নিয়েছেন এক টাকা,আজ থেকে একশোর বেশি বছর আগের কথা,তখন এক টাকার বাজার করলে বাকীমুটে নিতে হত,এই টাকায় আধমণ চাল কেনো যেত,খাঁটি গাওয়া ঘি মিলত দেড় সের। এ.ভি. স্কুল ছাড়ার পরে লজ্জেলের ব্যবসা কমে গেলোে ব্যবসা তিনি ছাড়লেন। সেতে কোনও ব্যবসা সেভাবে জমে না,অগত্যা নেমে গেলেন হাতিবাগান বাজারে আলু বিক্রি করতে। দিনে আলু বিক্রি,রাত্রে ছুটে মান পাড়ায়,যাত্রা,থিয়েটার, কবিরান,পাচালী,রামায়ণ,কীর্তন শুনতে। এইভাবেই শুরু অভিনয় জীবন

বিশ্ব সাহিত্যে লেখক চেকভ

ছোটগল্পের সকল পর্দা ছেদ করে রসালো উটসটে উপভোগ্য বিষয় নিখুঁতভাবে উপস্থাপনকারী বিশ্বে যে কয়জন ছোটগল্পকার এসেছেন, তাঁদেরমধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনজনরেন নাম বলতে গেলে - গি দ্য মপার্স, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আস্তন চেখভ। তিনটি নামই বাঙালির পরিচিত, তিনের লেখাই আজ বহুদশক ধরে একইভাবে সমাদৃত ও বজল পঠিত। জঁ কঁকাকবেন না। ফরাসি, বাঙালি আর রুশ এই তিনে ভদ্রলোক বাদেও বহু দর্শনুড় লেখক বহু সরস ছোটগল্প লিখে গিয়েছেন। কিন্তু ভাস্কিাদি ও পণ্ডিত সৈয়দ মুজতবা আলীর মতে, এদের শ্রেষ্ঠত্ব লেখার মডেলগুলোর কল্যাণে। এই তিনে সন্তুষ্টই আপনা মডেলের ছোটগল্প লিখেছেন, বাকি তিনাত লেখকেরা সে মডেল মেনে উৎকৃষ্ট গল্প লিখেছেন বটে, কিন্তু নিজস্ব মডেল ক’জন সার্থকভাবে বানাতে পেরেছেন? তা প্রশ্ন্যাপেক্ষ। আস্তন পাভলোভিচ চেখভের জন্ম ১৮৬০ সালে, দক্ষিণ রাশিয়ায়, আজভ সাগরের তীরে। পিতা রুশ, মাতা ইউক্রেনীয়। দৈন্যগ্রস্ত পিতা ছিলেন বদমেজাজি, পান থেকে চুন খসলে চেং ধোলাই দিতেন,জীবনে পিতার ক্রম হ্রাসের খেত হয়নি চেখন কেব, কিন্তু চেখভ তার মায়ের মেজাজ পেয়েছিলো এবং এক সময়ে মায়ের চেয়ে অধিক প্রতিভার অধিকারী হন, মা শিশু সুন্দর স্বভাবের ছিলেন এবং অসম্ভব সুন্দর গল্প বলতেন। পাওনাদারের ভয়ে চেখভদের পরিবারটি একসময় একস্কাতে পালিয়ে যায়। কিশোর চেখভ ছাড়া পড়িয়ে, সস্তা লেখা লিখে কোনোমতে খরচ চালিয়ে নিতেন। অল্প বয়সেই প্রতিভাধর লেখক হিসেবে নাম ছড়িয়ে পড়ে। চেখভ রবী ঠাকুর বা মপার্স’র মতো অনেক লিখেন নি কিন্তু তাঁর লেখাতে অযাচিত কোন বস্তু তিনি তুলে ধরতেন না। ধরন কোন একটা গল্পে তিনি যদি টেবিলের উপর একটা ফুলদানি আছে এই বর্ণনা দিতেন ঠিক ঐ গল্পের নায়িকা বা নায়কের দুঃখ, কষ্টের দেহের বর্ণনা দিতেন এভাবে, তাঁর (নায়ক/নায়িকা) দেহ যেন এতেই ক্লাস্ত যেন ফুলদানিতে ভিজানো বাসী ফুলের মতো একটি টোকা দিলে খসলে পড়বে। অথবা, গল্পে যদি তিনি লিখতেন দেয়ালে বসুদে বোলানি ছিল, লিখার কোন এক ফাঁকে তিনি সেই বসুদে থেকে গুলি বের করে ছাড়তেন। সব চেয়ে মজার বিষয় হলো তিনি সাহিত্য রচনা আর লেখক হিসাবে এতো জনপ্রিয় হওয়ার পর ও পড়াশোনা করেছেন ডাক্তারী। রাশিয়ায় কলেরা রোগে যখন মানুষ মারা যাচ্ছে তিনি তাদের সেবায় দিয়ারাত এক করে ফেলেছেন।’ ৬ নং ওয়ার্ড ’ নামে তাঁর লেখা একটা গল্প সম্ভবত সেই সময়ের লেখা এই গল্পে ডাক্তার, অধ্যাপক ও রোগীর বিষয়গুলো সুনিপুণভাবে তুলে ধরেনে। তাঁর লেখা কনে,চুশন কিংবা কুকুর সঙ্গী মহিলা’র মতো গল্প বিশ্বে আজও কেউ লেখেনি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



আলোর মধ্যে বসবাস করতে হবে। জীবন আলোকে আরও বেশি করে উজ্জ্বল করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হলে পরিশ্রম করা উচিত

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন



স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, মন এবং শরীরকে সু রুখে রাখা করতে হবে। সমাজের উন্নয়নের জন্য কাজ। দেশের কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত

চৈতন্যদেবের জন্মভূমি এবং বৈষ্ণবদের তীর্থক্ষেত্র নদিয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাস উৎসবের আয়োজন করেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

নবদ্বীপের রাস মেলা নিয়ে সবাই কৌতুহল অপরিসীম। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নবদ্বীপের রাস দেখতে ভিড় করে থাকে জনগণ। কিন্তু নবদ্বীপের রাসের কারণ কি এবং এর উৎস কোথা থেকে তা বলতে গেলে অনেকেই বলতে পারবে না। তবে পণ্ডিত মহল কিছু কিছু এর আভাস দেবেন নিশ্চয়। কিন্তু নবদ্বীপের রাস নিয়ে এবারের সন্নিভারে গবেষণামূলক আলোচনা করলেন নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শান্তিরঞ্জন দেব মহাশয়। তিনি নবদ্বীপের সন্তান। নবদ্বীপের পুরাতত্ত্ব নিয়ে যেমন চিন্তাভাবনা করেন আবার তিনি বাংলার পুরাতত্ত্বকে সংরক্ষিত করার ব্যাপারে উদ্যোগী। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে রচিত হয়েছে রাস সম্পর্কিত বই ‘নবদ্বীপের শাক্ত রাস’। লেখক গবেষক শান্তিরঞ্জন দেব মহাশয় বইটির ‘মুখপাত’তেই লিখেছেন, “বছর বছর রাসের এই সব ঠাকুর দেখতে দেখতে আর রাস সম্পর্কে নানান কল্প কথা শুনতে শুনতে বড় হয়েছে। কিন্তু একসময়ে চিন্তা জগতে থাকা দেয়- ১. আচ্ছা, সেই ছোট্ট বেলা থেকে শুনে আসছি, রাস পাঁচশো বছরের প্রাচীন। এই রাসের বয়স বাড়ছেও না কমছেও না, একই জায়গায়- এ পাঁচশো বছরে আটকে আছে। ২. নবদ্বীপের সব প্রতিমাই কি পাঁচশো বছরের পুরানো? একই বছরের কি রাসের সব প্রতিমার পূজো শুরু হয়েছিল? দুই এক বছরের আগে পরে কি কোনো প্রতিমার পূজো শুরু হয়নি? ৩. মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও কি পাঁচশো বছরের আগেকার লোক? ৪. তাহলে চৈতন্যদেও কি আই রাস দেখেছিলেন? ‘ চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলোতেও কি এই রাসের কথা বলা হয়েছে?’ বহু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে গবেষক শান্তিরঞ্জন দেব এই গবেষনামূলক বইটি লিখে ফেললেন। তিনি দেখতে পেলেন যে পাড়ায় পাড়ায় প্রতি বছরও কিশোর বয়সের তরুণরা নতন নতুন প্রতিমা তৈরি করছে। উদ্যোগীদের বয়স বাজার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমার আকার, আয়তন ও জৌলস গুলি যেতে শুরু করছে। নবদ্বীপের রাসের প্রতিমা পূজো যেদিন থেকেই শুরু হোক না কেন তা কিন্তু পাঁচশো বছরের মধ্যে আটকে পড়ে রয়েছে। নবদ্বীপের প্রতিমাগুলোর পটে বা পাদদেশে কোনও স্থানে কত সাল থেকে তৈরি হতে শুরু করে ছিল তা লিখা নেই ছিল না। অথচ দেখতে পাওয়া গেল কাউকে পূজার কত বছরের প্রাচীন তা জিজ্ঞাসা করলেও উদ্যোক্তরা

বলে থাকে পাঁচশো বছরের প্রাচীন পূজো।

গবেষক শান্তিরঞ্জন দেবের মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগতে শুরু করেছিল রাসের পূজোর কি কোনও বয়স বৃদ্ধি হয় না। এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে শুরু করলেন তিনি। রাস পূজোর বহু উদ্যোক্তরা বলতে পারবে না কেন এই রাস মেলায় সূচনা হয়েছিল। কেন নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে রাস উৎসব আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করতে পারলো? রাসের তথ্য সংস্কৃতি স্থান করতে শুরু করে দিলেন গবেষক মহাশয়। তিনি বলতে গেলো কাউকে এ ব্যাপারে কাউকে কোন আগাম খবর দেননি। রাস নিয়ে যে সব প্রশ্ন তাঁর মনের মধ্যে জাগতে শুরু করে ছিল তা নিরসন করতে তিনি বহু পণ্ডিতকে সঙ্গে আলোচনা করতে শুরু করলেন। তিনি দেখতে পেলেন রাস বৈষ্ণবদের উৎসব। সেখানে রাধাকৃষ্ণ মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। কিন্তু নবদ্বীপের রাসে রসের যথেষ্ট ব্যবহার থাকলেও ‘রাস’ নামগন্ধ নেই। নবদ্বীপের রাসে রাধাকৃষ্ণ নেই- আচ্ছ শাক্ত দেবদেবীর একধিপত্য। নবদ্বীপের রাসে দেবী প্রতিমাগুলি কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেব দেবীর সমাবেশ-এই কেন? এই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন গবেষক মহাশয়। ১৯৭০ সালে গবেষক মহাশ? পণ্ডিতপ্রবর গোপেন্দ্র ভূষণ সংখ্যাতির্থ

কৃষ্ণনগরের রাজবংশের ইতিহাস জানার চেষ্টা করতে শুরু করে দিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৭১০ সালে। ১৭২৮ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি রাজা হন। ১৭৮২ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। এই সূচনাকে উপস্থাপিত করে তিনি বইটির বিস্তারিত আলোচনার পথকে ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিলেন। বইটির মধ্যে একবিংশতি অধ্যায় রয়েছে।**প্রথম অধ্যায়ঃ রাস শব্দের অর্থ, তাৎপর্য ও সংজ্ঞা** সূচনা- হরিচণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ গ্রন্থে রাস সম্পর্কে লিখছেন, “ রাস মানে ১. শব্দ, ধ্বনি। গোপীদের ক্রীড়াবিশেষ। কার্তিকী পূর্ণিমা বৃন্দাবনে গোপীগণের সহিত



শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য বিশেষ। রাজশেখর বসু মনে করেন রাস মানেই হচ্ছে গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের নৃত্যলীলা। ভাগবতের দশম স্কন্ধের মধ্যে ২৯,৩০,৩১,৩২ এবং ৩৩ এই পাঁচ অধ্যায়ে ‘রাস পঞ্চাধ্যায়’ নামে বিশ্লেষণে খ্যাত। একে আবার সর্বলীলা মুকুটায়মনা’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ‘বিকৃ ও বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়ারে প্রাচীনত্ব’ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে (১১৭৯-১২০৬) ‘গীতগোবিন্দম’ রচনা করে রাজসভার কবি জয়দেব নবদ্বীপে বৈষ্ণব সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আর্বিভাব (১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ) ৩০৭ বছর আগেই নবদ্বীপে বৈষ্ণব গোষ্ঠী তৈরি হয় গিয়েছিল। মুরারি পুস্তুর কত্যা থেকে এই তথ্য জানতে পারা যায় যে চৈকন্যদেবের আর্বিভাব হওয়া আগে থেকে নবদ্বীপে বৈষ্ণব চর্চা প্রাধান্য লাভ করেছিল। শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তন করেননি। তিনি বৈষ্ণ ধর্মকে গণমুখী করে সমাজের নিপীড়িত শোষিত মানুষকে সঙ্গমানে বাঁচার

তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে। তবে এটা পরিস্কার যে দেই সময়ে অসহায় দুর্বল মানুষেরা খুবই অভ্যচারিত হিচ্ছিল। তাকে রোধ করতে শ্রীচৈতন্যকে মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ দর্শনকে গ্রহণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ একদিকে যেমন তিনি শাস্ত্রজ ছিলেন পাশাপশি তিনি আবার যুদ্ধ বিশারদ ছিলেন। সেই কারণে সংস্কৃত পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের পথকে অনুসরণ করে দুস্তির দমন এবং সৃষ্টির পালন করতে শুরু করলেন।**তৃতীয় অধ্যায়ঃ চৈতন্যোত্তর নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজ** - শ্রীগৌরঙ্গদেব নবদ্বীপ ত্যাগ করার (১৫১০) পর প্রায় ২৬০ বছর পর্যন্ত নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যদেব সম্যাস গ্রহণ করে নবদ্বীপ ত্যাগ করার পরেই তাঁর ঘনিষ্ঠ পার্শ্বদগণ নবদ্বীপ ত্যাগ করতে শুরু করেন। অদ্বৈত আচার্য শান্তিপুরে, শ্রীবাস কুমারহাটে, নিত্যানন্দ খন্দহাে, গদাধর পুরীতে, বাসু ঘোষ তমলুকে, গোবিন্দ ঘোষ অগ্রদ্বীপে, মাধব ঘোষ দাঁইহাট,

রবীন্দ্র সঙ্গীতের মধ্যে প্রাণস্পন্দন প্রতিষ্ঠিত করেন শিল্পী সুবিনয় রায়

আদি নিবাস ছিল ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের মালুচি গ্রামে। বাবা বিমলাংগুপ্রকাশ’ রায় ছিলেন একাধারে রসায়নবিদ ও সাহিত্যিক। সে কালের বিখ্যাত আমেরিকান বহুজাতিক সংস্থা ‘বার্ড কোম্পানির কলকাতার অফিসের চিফ কেমিস্ট। সাহিত্যপ্রীতি থাকার জন্য সুকুমার রায়ের ‘ননসেন্স ক্লাব’-এর সদস্য ছিলেন তিনি। মা সুখময়ীদেবী ছিলেন দার্শনিক পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের কনিষ্ঠা কন্যা।



সীতানাথ ব্রাহ্ম আন্দোলনের একজন প্রধান স্থপতিও বটে। সুখময়ী ভাল গান গাইতেন। এন্ডাজ বাজাতেন। মেডিক্যাল কলেজের মেয়েদের হস্টলেতে সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসেবে কাজ করতেন। পরে কিছু দিন সুবিনয়কেতনের মেয়েদেরহস্টেল ‘শ্রীভবন’এর সুপার হিসেবেও যুক্ত হয়েছিলেন। সীতানাথের বড় কন্যা সুধাময়ী ছিলেন আবার রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী। তাঁরা থাকতেন শান্তিনিকেতনে। স্বাভাবিক ভাবেই সুবিনয়ের ছেলেবেলা কেটেছিল ব্রাহ্ম জীবনচর্চা, মূল্যবোধ, ব্রাহ্ম সঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের আবহাওয়ার মধ্যে। তাঁর মা-মাসিরা

সঙ্গীতজ্ঞ সুভাষ চৌধুরী। সেই সময়ে তিনি মজে থাকতেন প্রশান্তচন্দ্র মহালানবীশের ভাই বুলার (প্রফুল্ল) বাঁশি শুনে তাতেই সুর রপ্ত করার মতো। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা না বললেই নয়। সুবিনয়ের মাকে গান শেখাচ্ছেন সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পাশের ঘরেই নিজের মনে বাঁশিতে সেই সুর তুলে নিচ্ছেন। হঠাৎ সুরেনবাবুর কানে বাঁশির সুর পৌঁছল। ডাক পড়ল সুবিনয়ের। লজ্জায় মাথা হেঁট করে গিয়ে দাঁড়ালেন। হয়তো এটাই ছিল তাঁর জীবনে সেই বিশেষ মুহূর্ত, যা তাঁকে সঙ্গীতের জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র দিয়েছিল।

মিশরের রহস্যময়ী রানি ক্লিওপেট্রা

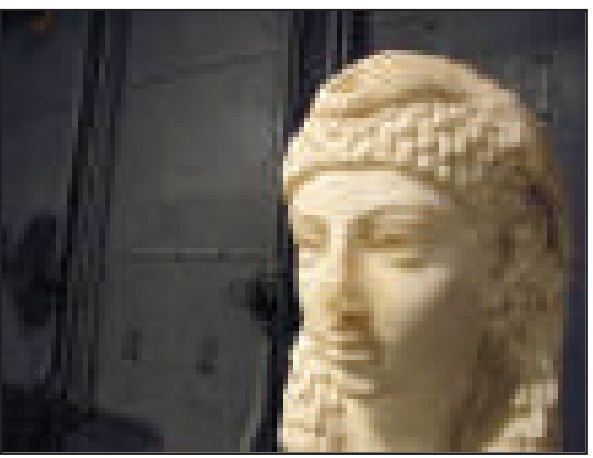
রামানন্দ বসু কুলীন গ্রামে, শিবানন্দ সেন কাঁচড়াপাড়ায় চলে যান। ইনারা এই সব স্থানে শ্রীপাট নির্মাণ করে বসবাস করতে শুরু করেন এবং সেখানে শাস্ত্র চর্চা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তার ফলে নবদ্বীপ গোড়ীয় বৈষ্ণব সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়লো। মুরারি গুপ্তের কড়চা ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতাম্’ ছাড়া আর সব গ্রন্থ নবদ্বীপে রচিত হয়নি। চৈতন্যলীলার ব্যাসদেব বৃন্দাবন দাস ‘চৈতন্যভাগবত’ করেন বর্ধমান জেলার দেনুর গ্রামে শ্রীপাটে বসে। কাঞ্চনপল্লীরবাসী কবিকর্ণপুুর রচনা করেন ‘চৈতন্যচরিতামৃতম মহাকাব্যম্’ ও ‘চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকম্’। চৈতন্যমঙ্গলের দুই কবি জ্ঞানানন্দ গোপালন দাস ও চৈতন্যজীবনী গ্রন্থের রচয়িতা গৌরীদাস, ও পরমানন্দ গুপ্ত এবং পদকর্তা নরহরি সরকার, গোবিন্দ ঘোষ, মহাকবি দামোদর, বাসু ঘোষ, যাশোরাজ খান প্রমুখ সকলেই ছিলেন বর্ধমান বাসী। দার্শনিক কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন বৃন্দাবনবাসী। তিনি সেখানেই বসে ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ রচনা করেন।**চতুর্থ অধ্যায়ঃ নবদ্বীপের রাস উৎসবের প্রাচীনত্বের সন্ধান** - নবদ্বীরের রাস সম্পর্কে দুটি কথার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হয়ে থাকে। ১. রাস পাঁচশো বছরের প্রাচীন। ২. রাস মহাজার কৃষ্ণচন্দ্র এই রাস প্রবর্তন করেন। গবেষক অনুধাবন করতে পারলেন যদি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই রাস প্রবর্তন করেন তাহলে রাস উৎসব কোনও সময়ে পাঁচশো বছরের প্রাচীন হতে পারেন না।মহারাজ কৃষ্ণাচন্দ্র ১৭২৮ সালে রাজা হওয়ার পরেই নবদ্বীপের রাসের পূর্বাশেষবত্যা করতে শুরু করেছিলেন। বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা হয়েছিল দুইবার- শারদ পূর্ণিমা় আর বাসন্তী পূর্ণিমা়। কিন্তু পূর্ণিমায়ে কার্তিকী পূর্ণিমায় রাস কেন? বাংলায় কার্তিকী পূর্ণিমায় রাস উৎসব করার বিধান দিয়েছিল স্মার্ত রঘুনন্দন। চৈতন্যদেবের আর্বিভাব কালে এবং চৈতন্য সমকালে নবদ্বীপে বৈষ্ণবীয় রাস এবং শক্ত রাস কেনওটাই হতো না। ১৮৬৮ সালে হরিন্দ্রা প্রতীষ্ঠিত হওয়ার পরে ব্রজনাথ বিহারায় তাঁর পুত্র মথুরানাথ পরমহ্রু তাঁর পুত্র শিতিকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর পুত্র মরারিমোহন ভট্টাচার্য তাঁর পুত্র রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ক্রমাশ্বয়ে ‘নাট্যিা গীারঙ্গদেবের’ সেবা পূজো করে এসেছেন। সাম্প্রতিক কালে মহানামা মঠ হারিসভা মন্দির পরিচালনা করেন। পরিবার সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ঠাকুরদা

শিতিকন্ঠ ভট্টাচার্য ১৯১০ সালে হরিসভা মন্দিরে কার্তিকী পূর্ণিমায় ‘চক্রবাস’ প্রবর্তন করেছিলেন। সেই থেকে শুরু হয়েছিল কার্তিকী পূর্ণিমায় হরিসভা মন্দিরে ‘চক্রবাস’ হতে থাকে। নবদ্বীপের বৈষ্ণব রাসের সূত্রপাত ১৯১০ সালে। প্রাচীন মায়াপুরে জগন্নাথ বাড়িতে চক্ররাসের শুরু হয়েছিল ১৯৪৯ সালে। নবদ্বীপের পাট ব্যবসায়ী সমিতির পরিচালিত শ্রীবাস অঙ্গন চড়ায় ১৯৫১ সাল থেকে ‘চক্ররাস’ শুরু হয়। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের শেষ দশকে অথবা ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দশকে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ কার্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে শুদ্ধাচারে ঘটে ও যন্ত্রে শক্তি আরাধনা করেন যা পরবর্তীকালে ‘শাক্তরস’ নামে খ্যতি লাভ করে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ নবদ্বীপে শাক্ত রাসের উদ্ভবের পটভূমি-মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম ১৭২০ সালে। সাধক রামপ্রসাদের জন্ম ১৭২০ সালে। কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম আনুমানিক ১৭৮০ সালে। ফলে সারা বাংলা জুড়ে তখন শাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হতে শুরু করে দিয়েছে।১৭০০ সালের মাঝামাঝি সময়ে কীর্তন গানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শাক্ত সঙ্গীত বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত করতে শুরু করলো। শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন যে সাধক রামপ্রসাদ কালী সাধনার মধ্যে দিয়ে শক্তিসাধনাকে নবরূপ দিলেন। সাধকশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সাধনমার্গের পথকে অনুসরণ করেই মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন প্রমুখদের একান্তিক প্রচেষ্টায় ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শাক্ত রাসের পরিবেশ তৈরি করে ফেলে। নবদ্বীপের শাক্ত পণ্ডিতগণ কার্তিকী পূর্ণিমা থেকে কেন শক্তির আরাধনা শুরু করলেন তা নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে বিশদে আলোচনা থাকবে। বাংলার নবদ্বীপের রাসকে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে বলে কেউ কেই বলে থাকেন। এই রাস উৎস আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করলে বাংলার অন্যতম প্রচীন উৎসব আরও প্রাণবন্ত হবে বলার অপেক্ষা রাখে না।

নবদ্বীপের রাস উৎসব শুধু মাত্র নবদ্বীপ বাসীদের উৎসবে পরিণত হয়েছে তাই নয়, এই রাস উৎসব এখন সর্বভারতীয় উৎসবে পরিণত। বাংলার বাইরের বহু রাজ্যের বাসিন্দারা এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করে থাকে। এমনকী ইউরোপের বহু দেশের নাগরিকেরা এই রাস উৎসব দেখার জন্য বিমান ধরে নদীয়া জেলায় উপস্থিত হয়। দুইদিনের রাস দেখার জন্য রাখেই

সম্পর্কে ভাই-বোন। আবার তার অনেক তৃত্তো ভাই-বোন নিজেকে মধ্যে বিবাহ করেন। সেই সময়ের মিশর রাজ পরিবার বিশ্বাস করত তাদের পরিবার দেবতার আশীর্বাদ ধন্য। মূলত রাজকন্ঠ যাতে পাবা থাকে সেই



মিশরের। এবং তিনি মিশরের আদিবাসী না হয়েও মিশরের সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী নারী ছিলেন, মাত্র ২২ বছর রাজত্ব করার পর সাপের কামড়ে তিনি মারা যান। তার মৃত্যু আজও রহস্য। নিজের ভাইকে বিয়ে করেন এই সম্রাজ্ঞী, তাকে নদীর জলে ডুবিয়েও মারেন। তার বাবা যখন মারা যান তখন তার বয়স ছিল ১৮ বছর। নিজেও কিশোরী, তার ২ ভাইও তখন কিশোর। সেই সময় বাবার মৃত্যুশোক কাটিয়ে তিনি ১৮ বছর বয়সেই সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি তার ২ ভাইকেই বিয়ে করবেন। এবং তাদের বিবাহ করেনও। তবে এর পিছনে ছিল অন্য কারণ। তিনি চেয়েছিলেন ভাইদের সঙ্গে তিনিও সিংহাসনের সমান দাবিদার হবেন। তাই সহজ পন্থা হিসেবে তাদের বিবাহ করার পথ বেছে নেন। তবে এটা খুব অবাক বিষয় জ্ঞান না কারণ

জন্ম রাজ পরিবারে নিজেদের ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ চালু ছিল।

বাইহোক তিনি নিজের ২ ভাইকে বিবাহ করে সিংহাসনে নিজের দাবি সুনিশ্চিত করার পর কিন্তু এক ভাই তথা পতি তাতে সিংহাসনের দাবি থেকে সরিয়ে দেন। এতে সম্রাজ্ঞী কিন্তু দমে যাননি। তিনি ক্ষমতা ছাড়তে রাজি ছিলেন না। তাই

শামীরে এই বিখ্যাত সম্রাজ্ঞী তখন

etc. B.N. Road in Ward No. 13. Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ 2,49,831.00. Earnest Money: ₹ 5,000.00. Period of Completion: 30 Days.

(3) NIT No.: KMC/EE-III/13/29/24-25 (1st Call)

Name of the work: Renovation of sanitary latrine at 2, T/2A/1, 8/2 etc. G.D.G. Lane and different places in Ward No. 13. Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ 4,99,955.00. Earnest Money: ₹ 10,000.00. Period of Completion: 30 Days.

(4) NIT No.: KMC/EE-III/34/28/24-25 (1st Call)

Name of the work: Replacement of MH Cover, CP, GP Cover at Abinash Chandra Banerjee Road, Kalimuddin Sarkar Road and surrounding areas in Ward No. 34. Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ 1,99,904.00. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of Completion: 30 Days. Last date and time of submission of Bid: 26.11.2024 upto 12 noon (for Sl. No. 1 to 3) & 23.11.2024 - upto 12 noon (for Sl. No. 4). Date and time of opening of tender: 28.11.2024 - after 12 noon (for Sl. No. 1 to 3) & 25.11.2024 after 12 noon (for Sl. No. 4). The bid forms and other details are available on and from 16.11.2024 (5 p.m.) from the website <https://etender.wb.nic.in> (for Sl. No. 1 to 4).

The Executive Engineer (C)/Borough-IX, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid systems for the following works:

(1) NIT No.: KMC/IX/074/054/2024-2025

Name of the work: Development of drainage system at different places like 32B, Judges Court Road, Naba Roy Lane, 7/4 Gopal Nagar Rd and surrounding areas in Ward No. 74. Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ 2,99,944.58. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of Completion: 60 Days.

(2) NIT No.: KMC/IX/074/057/2024-2025

Name of the work: Development of I.P. Passages at different bustee like 4/1 Burdwan Road, 13, Alipore Avenue, 24/6 Raja Santosh Road etc. in Ward No. 74. Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ 1,99,949.18. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of Completion: 60 Days.

(3) NIT No.: KMC/IX/074/058/2024-2025

Name of the work: Development of I.P. Passages at different bustee like 3 No. Alipore Park Road, 44 to 50 Alipore Road, 32B Judges Court Road etc. in Ward No. 74. Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ 1,99,512.86. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of Completion: 30 Days.

(4) NIT No.: KMC/IX/074/059/2024-2025

Name of the work: Improvement of I.P. Passages at 28 to 44/10 Durgapur Lane Bustee, 50 to 66 Alipore Road and surrounding bustee areas in Ward No. 74. Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ 2,99,795.79. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of Completion: 60 Days. Last date and time of submission of Bid: 27.11.2024 - 12 noon (for Sl. No. 1 to 4). Tender will be opened on: 29.11.2024 - 12 noon (for Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from 16.11.2024 (5 p.m.) from the website <https://etender.wb.nic.in> (for Sl. No. 1 to 4).

The Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC invites e-Tender online percentage rate in two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/086/30/2024-2025/R

Name of the work: Renovation of Borough-VIII Health Office to Prevent Roof Leakage and other civil works situated at Vivekananda Park in Ward No. 86. Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ 4,63,499.71. Earnest Money: ₹ 9,000.00. Period of Completion: 60 Days. Last date and time of submission of Bid: 28.11.2024 - 12 noon. Date and time of opening of tender: 30.11.2024 - 12 noon. The bid forms and other details are available on and from 19.11.2024 (5 p.m.) from the website <https://etender.wb.nic.in>

851/24-26

শিশু দিবস উপলক্ষে কোন্নগরের স্কুলে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, কোন্নগর, হুগলি, ১৪ নভেম্বরঃ স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর আজ জন্মদিন। প্রয়াত জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিনটি শিশু দিবস হিসাবে পালন করা হয়। আজ কোন্নগরের কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বার্শাই অটোপস্ট্যান্ডের নিকট মাদার মেরি পাবলিক স্কুলে নানা বিধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিশু দিবস পালন করা হয়। সকালে স্কুল প্রাঙ্গনে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রভাত ফেরি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের শুরুতে স্কুলের সম্পাদক অরুন কুমার মিশ্রা চাচা নেহেরুর ছবিতে মাল্যদান করেন। এরপর এক এক করে অনুষ্ঠান শুরু হয় সমস্ত শ্রেনীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। নার্সারি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ফ্যালি

ড্রেস প্রতিযোগিতা, তারপর তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের গল্প বলা প্রতিযোগিতা , আর্ট এবং ক্রাফট প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। সকল ছাত্র-ছাত্রীরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত সুন্দরভাবে এসব প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করে। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকারাও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর জীবনী নিয়ে নানা আলোচনা করেন। তারা বলেন নেহেরুজি শিশুদের অত্যন্ত ভালবাসতেন। শিশুদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি শিশুদের জন্য প্রচুর কাজ করেছেন। এছাড়া তিনি নানা প্রকল্প করেছিলেন শিশুদের জন্য। অনুষ্ঠানের শেষে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদেরকে স্কুলের পক্ষ থেকে নানা উপহার দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি



কাঞ্চন মিশ্রা শিশু দিবস উপলক্ষে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানান। শিশু দিবস অনুষ্ঠানটি দেখতে বেশ ভিড় হয়। বিদ্যালয়ের সম্পাদক অরুন কুমার মিশ্রা জানানেন- এরাই একদিন দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। প্রত্যেক বছরই এইভাবে আমরা শিশুদিবস পালন

করে যাব। ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন তাপসী চৌধুরী আয়ুষ মিশ্রা প্রমুখ। শিশু দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ম্যাজিক শো সকলের নজর কাড়ে। বিদ্যালয়ের সম্পাদক অরুন কুমার মিশ্রা ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সদস্যের আকস্মিক মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর,১৪ নভেম্বরঃ বৃহস্পতিবার ভোরে আকস্মিক মৃত্যু ঘটলো জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সদস্য সমাজসেবী নিজামুদ্দিন লস্কর অরফে লালপুর, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। পরিবার সূত্রে জানা যায়,১৯৯৩ সালে বাম জমানায় বাম নেতা কান্তি গাঙ্গুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জেরে জয়নগর ১ নং ব্লকের উত্তর দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএমের সদস্য নির্বাচিত হয়। আর তাঁর পর থেকে এলাকার সুবক্তা হিসাবে পরিচিতি পায়। জীবনবিমার এজেন্টের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন কাজে সক্রিয় সহায়তার কাজে হাত লাগান এলাকার ডাকবুকা এই ছেলেটি। ২০১৩ -২০১৮ সাল পর্যন্ত নিজামুদ্দিনের স্ত্রী জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির শিশু ও নারী কল্যাণ দপ্তরে কর্মধাক্ষ ছিলেন। ২০১৮ -২০২৩ সাল পর্যন্ত নিজামুদ্দিন জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ছিলেন। ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সে আর প্রার্থী হন নি। গত কয়েকমাস ধরে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। গত পূজোর আগেই তাকে ঠাকুরপুরের কান্যাসর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তাঁর ফুসফুসে ক্যান্সার ধরা পড়ায় সেখানেই তাঁর কেমো থেরাপি দেওয়ার কাজ চলছিল।

তিন দিন বন্ধ অটো ও টোটো পরিষেবা

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া হুগলি, ১৪ নভেম্বরঃ টি এন মুখার্জী রোডের জায়গায় জায়গায় গর্ত,নিচ্য দিন ঘটছে দুর্ঘটনা,যান চলাচলের পক্ষে অসম্ভব,অবিলম্বে এই রাস্তা সারানোর দাবিতে চলছে অনিদিষ্ট কালের অটো এবং টোটো চলাচল ধর্মঘট। কিন্তু কেন প্রশাসন কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না,যেখানে এই বিধানসভা এলাকার মধ্যেই রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রীর বাস,সেখানে কেনই বা রাস্তা সারানো হচ্ছে না প্রশ্ন তুলছেন এলাকার মানুষ। এই বিষয় অটো চালকদের বক্তব্য তারা যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে অটো চালাতে চাইলে তাদের বাধা দিচ্ছে টোটো চালকরা।তাই বাধ্য হয়েই এই দুর্ভোগ সহ্য করতে হচ্ছে। টোটো ও অটো এসোসিয়েশনের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে টি এন মুখার্জী রোড বেহাল দশা রাস্তায় বড় বড় গর্ত ভাঙচোরা উত্তরপাড়া স্টেশন এর কাছ থেকে একদম দিল্লি রোড পর্যন্ত ৪ কিলোমিটার বেহাল দশা।

পড়ুয়াদের সচেতনতার পাঠশালা পুলিশের

নবরারাকপুর, ১৪ নভেম্বরঃ পুলিশ সমাজের বন্ধ। শুধু চোর ডাকাতে ধরা কাজ নয়। সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে খুদে পড়ুয়া থেকে সমাজের নানারিধ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে ও পুলিশের বড় ভূমিকা রয়েছে। বৃহস্পতিবার তারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর শুভ জন্মদিনে শিশু দিবস উপলক্ষে নব বারাকপুর থানার পুলিশ সচেতনতার পাঠশালার এক অভিনব উদ্যোগ দেখা গেল ব্যারাকপুর ২ ব্লকের পানিঘাট চক্রের অধীনে বোদাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খুদে পড়ুয়া থেকে প্রধান শিক্ষক এবং সহ শিক্ষক শিক্ষিকা দের নিয়ে। বালাবিবাহ, সাইবার ক্রাইম, নিরাপদে গাড়ি চালানো এবং মানব পাচার সহ ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধ সচেতনতার বার্তা দিলেন থানার বড় বাবু সহ অন্যান্য আধিকারিক এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সহ শিক্ষক শিক্ষিকারা এদিন।

জেনারেল ম্যানেজারের পর্যালোচনা বৈঠক, রেলওয়ের উন্নয়নমূলক কাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা

মালিগাঁও, ১৪ নভেম্বর ঃ ১৪ নভেম্বর তারিখে ডিগ্রগড়ে তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধিক্ষেত্রের আওতাভুক্ত মানিনীয় সাংসদদের সাথে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চৈতন্য কুমার শ্রীবাস্তব একটি পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত করেন। এই বৈঠকে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌ-পরিবহণ ও জলপথ বিভাগের মানিনীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, অসম থেকে রাজ্যসভার মানিনীয় সাংসদ শ্রী রামেশ্বর তেলি, অসম থেকে লোকসভার মানিনীয় সাংসদ শ্রী কামাখ্যা প্রসাদ তাসা এবং নাগাল্যান্ড থেকে লোকসভার মানিনীয় সাংসদ শ্রী এস. সুপংমরেন জামিরা।

তিনসুকিয়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী উত্তম প্রকাশের পাশাপাশি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বরিশ্ত রেলওয়ে আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন এই বৈঠকে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারে ম্যানেজার সাংসদদের স্বাগতম জানিয়ে সাম্প্রতিক সময়ের কার্যকলাপ ও কৃতিত্ব অর্জনের উপর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি উৎসব স্পেশাল ট্রেনের পরিচালনা ও সাম্প্রতিক এডিআরই পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের জন্য পরিচালিত স্পেশাল ট্রেন এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে বর্তমান চলতে থাকা পরিকাঠামোমূলক কাজ সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া’র লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে ৫৮৮টি স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে নগদহীন লেনদেন ব্যবস্থা সক্রিয় করতে কিউআর কোড মেশিন চালু করার কথাও জেনারেল ম্যানেজার উল্লেখ করেন। পাশাপাশি তিনি আর্থ-সামাজিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত সামগ্রী ও কারশিল্প সামগ্রী স্থানীয় অঞ্চলে প্রদর্শন ও বিক্রির সাহায্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে বিভিন্ন স্টেশনে “এক স্টেশন এক সামগ্রী লোকান খোলা সম্পর্কে মানিনীয় সাংসদদের অবগত করান। এছাড়াও উত্তর পূর্বাঞ্চলের চলমান বৈদ্যুতিকীকরণ, দ্বৈতকরণ ও নতুন লাইন প্রকল্পগুলির স্থিতি সম্পর্কেও বর্ণনা করেন। সিমলুগুড়ি ও তিনসুকিয়া হয়ে লামডিং থেকে ডিগ্রগড় পর্যন্ত দ্বৈতকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় রয়েছে।

এছাড়াও তিনি বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে প্রধানমন্ত্রী জনউষধি কেন্দ্র সম্পর্কেও উল্লেখ করেন। অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম (এবিএসএস)-এর অধীনে নিউ তিনসুকিয়া রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্বিকাশের কথাও জেনারেল উল্লেখ করেন। আর্থোঁরিয়াল প্রজাতির প্রাণীরা যাতে নিরাপদে রেলওয়ে ট্রাক অতিক্রম করতে পারে তার জন্য তিনসুকিয়া ডিভিশনে অবস্থিত হোলোদ্রাপার বন্যপ্রাণী অভয়াশ্রয়ের তেতরে কৃত্রিম ক্যানোপি ব্রিজের ব্যবস্থা সম্পর্কেও তিনি সাংসদদের জানান। জেনারেল ম্যানেজার মানিনীয় সাংসদদের উন্নত বা এই-ভিত্তিক অনুপ্রবেশ শনাক্তকরণ এবং (আইডিএস) মাধ্যমে হাতির নিরাপদ রেলওয়ে ট্রাক অতিক্রমের নিশ্চয়তা সম্পর্কেও অবহিত করেন, যা ট্রাকের নিকটে হাতির গতিবিধি সঠিকভাবে ধরতে এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লোকো পাইলট ও স্টেশন মাস্টারকে সময়মতো সতর্ক করে দেয়।

DECILLION FINANCE LIMITED

Regd. Off: "Jajodia Tower", 3, Bentinck Street, Room No.D-8,4th Floor, Kolkata-700001,
CIN : L65999WB1995PLC067887 **E-MAIL:** info@decillion.co.in **WEBSITE:** www.decillion.co.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2024

(₹. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
		30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	26.58	26.12	22.87	52.70	50.34	99.82
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	8.64	14.31	14.80	22.95	27.65	-2.31
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	8.64	14.31	14.80	22.95	27.65	-2.31
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	6.46	10.38	10.74	16.84	20.36	-2.77
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	6.46	10.38	8.48	16.84	20.36	-0.51
6	Equity Share Capital	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)						
Basic & Diluted:		0.18	0.30	0.31	0.48	0.58	-0.08

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of the Un-Audited Financial Results for the Quarter and Half year ended 30th September, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the 2nd Quarter ended Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com & www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.decillion.co.in.
- The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 13th November, 2024.

**For and on behalf of the Board
For Decillion Finance Limited**

**Sd/-
(Jitendra Kumar Goyal)**

**Managing Director
DIN: 00468744**

Place : Kolkata

Dated : 13.11.2024

AUCKLAND INTERNATIONAL LIMITED							
CIN - L36934WB1977PLC031184							
Regd. Office :Jagatdal, North 24 Parganas, W.8743125							
Phones: (033)25812038/2757, Fax: 2581-3795							
Email: ai@aucklandjute.com; Website: www.aucklandjute.com							
STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE SECOND QUARTER/SIX MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER, 2024							
(Rs. in Lakhs except EPS)							
Sl No.	PARTICULARS	Quarter Ended	Quarter Ended	Six Months Ended	Six Months Ended	Year Ended	Year Ended
		30.09.24	30.09.23	30.09.24	30.09.23	30.09.23	31.03.24
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
	Total income from operations (net)	4307.08	4774.59	7739.17	9650.96	19956.60	
	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	208.33	(104.06)	278.46	227.76	567.17	
	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	208.33	(104.06)	278.46	227.76	567.17	
	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	150.24	(84.06)	212.37	188.76	433.43	
	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and other Comprehensive income after tax)	161.17	(71.22)	231.11	212.04	533.94	
	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- per share)	410.68	410.68	410.68	410.68	410.68	
	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	-	-	-	-	5896.14	
	Earnings Per Share (of Rs.10/- each)	3.66	(2.05)	5.17	4.60	10.55	
	Basic :	3.66	(2.05)	5.17	4.60	10.55	
	Diluted:	3.66	(2.05)	5.17	4.60	10.55	

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.secdisc-india.com) and also on the Company's website (www.aucklandjute.com)

(2) The above financial results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at its meeting held on Thursday, 14th November, 2024.

For Auckland International Limited

Sd/-

H.S Bayed

Executive Director

DIN:00425481

Place : Kolkata

Date : 14.11.2024

SWASTIK PLYWOOD LIMITED

Regd. Office: "SHYAM TOWERS", 03-319,DH#11, STREET NO.319, ACTION AREA-ID,KOLKATA, NEW TOWN-700156

CIN : L20291WB1985PLC038657

UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30TH, 2024

(Rs. in Lakh)

Particulars	Quarter ended	Half year ended	Half year ended
	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2023
	Unaudited	Unaudited	Unaudited
Total Income from Operations (net)	4.27	11.25	12.48
Net Profit/(Loss) for the period before Tax ,Exceptional and /or Extraordinary Item)	1.34	6.08	10.73
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.34	6.08	10.73
Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and /or Extraordinary Items)	0.53	0.87	10.73
Total Comprehensive Income for the Period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	0.53	0.87	10.73
Equity Share Capital	24.00	24.00	24.00
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operation)	Basic-0.22 Diluted-0.22	Basic-0.36 Basic-0.36	Basic-4.47 Basic-4.47

Note :

The above is an extract of the detailed format of Standalone Financial Results for the quarter ended 30 September, 2024 filed with stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

For SWASTIK PLYWOOD LIMITED

sd/-Magan Lal Patel

WTD & CFO

DIN : 00529999

Place : Kolkata

Date : 14.11.2024

